তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১৫

**ব্র্যাক কুমন আফটার স্কুল লার্নিং পদ্ধতি আগামী প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় দক্ষ করে তুলবে**

 **--আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

**ঢাকা**,১৫ফাল্গুন(২৮ ফেব্রুয়ারি) **:**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, আধুনিক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ‘ব্র্যাক কুমন’ শিক্ষা পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ নাটোরের সিংড়া দমদমা পাইলট স্কুল এন্ড কলেজে তথ্যপ্রযুক্তি অধিদপ্তর ও ব্র্যাক কুমন লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে দেশের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবগুলেতে  জাপানি আফটার স্কুল শিক্ষা পদ্ধতি ‘ব্র্যাক কুমন’ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ডিজিটাল মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীতে তিনটি সম্পদ আছে যা বিতরণ করলে ও অন্যের সাথে ভাগাভাগি করলে কমে যায় না বরং বৃদ্ধি পায় এবং তা হলো- ভালোবাসা, সম্মান ও জ্ঞান। তাই গণিত ও ইংরেজির ভীতি দূর করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে আফটার স্কুল লার্নিং পদ্ধতি আগামী প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় দক্ষ করে তুলবে।

প্রতিমন্ত্রী ২০৩১ সালের মধ্যে ৩৫ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে কুমন পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হবে জানিয়ে বলেন, ব্র্যাক কুমন পদ্ধতি, শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি লার্নিং ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি উৎসাহিত করবে।

প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্মার্ট নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে  কোমলমতি শিশু-কিশোরদের প্রতি প্রতিমন্ত্রী আহ্বান জানান।

সিংড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা  মাহমুদা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ব্র্যাক কুমন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর লেডি সৈয়দা সারওয়াত আবেদ, তথ্যপ্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোস্তফা কামাল, জেলা শিক্ষা অফিসার আক্তার হোসেন, নাটোরের সিংড়ার মেয়র জান্নাতুল ফেরদৌস, মনেরবন্ধু প্রতিষ্ঠাতা তৌহিদ শিরোপা, দমদমা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম, স্থানীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি অহিদুর রহমান, জাপান থেকে আগত কুমন বাংলাদেশের প্রকল্প পরিচালক কৈচি সান এবং জেট্রো বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি উইজি আন্দো।

  উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠার ১৬ তম বর্ষে ৬১ দেশে ২৪ হাজার সেন্টার আছে কুমনের।

পরে প্রতিমন্ত্রী ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ‘কুমন জাপানি লার্নিং মেথ’ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

#

শহিদুল/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/লিখন/২০২৩/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১৪

**অর্থপাচারকারী বিএনপি যখন দুর্নীতির অভিযোগ করে তখন হনুমানও ভেংচি কাটে**

 **--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১৫ ফাল্গুন (২৮ ফেব্রুয়ারি) :

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘দুর্নীতি ও অর্থপাচারের কারণে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের শাস্তি হয়েছে। লুটের টাকা বিদেশে পাচারের কারণে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে আমেরিকার এফবিআই এসে বাংলাদেশে সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্বচোরের উপাধি অর্জনকারী বিএনপি যখন দুর্নীতির অভিযোগ করে তখন শুধু মানুষ নয় গাধাও হাসে, হনুমানও ভেংচি কাটে।’

 আজ বন্দরনগরীর এম এ আজিজ স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়াম মাঠে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন আয়োজিত ২১ দিনব্যাপী অমর একুশে বইমেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, আজকে সংবাদ সম্মেলন করে সরকারের বিরুদ্ধে একগাদা দুর্নীতির অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যারা নিজেদের দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশকে পর পর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন করেছিল, তারা কারা? তারা হচ্ছে বিএনপি।

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বই পোড়ানো যেমন অপরাধ, বই না পড়াও অপরাধ। বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই প্রদান প্রথা বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চালু করেছেন। গত এক যুগের বেশি সময় ধরে প্রতি বছর ৩৫ কোটির বেশি বই বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো জনবহুল আর কোনো দেশে এমন ব্যবস্থা চালু নেই।

 মন্ত্রী বলেন, ‘অন্যদিকে আপনাদের মনে আছে ২০১৪ সালে সেই নতুন বই সংরক্ষিত ছিল স্কুল ঘরে। সেই বইয়ের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। পাঁচশ’ স্কুল ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। নির্বাচন প্রতিহতের নামে এই কাজটি করেছে বিএনপি এবং তার নেতৃত্বাধীন জোট। শিক্ষার্থীদের শুধু বই নয়, তাদের ভবিষ্যৎ পুড়িয়ে দিয়েছে তারা। সেই পোড়া বই বুকে জড়িয়ে ধরে শিক্ষার্থীরা আহাজারি করেছে। রাজনীতির নামে বই পোড়ানো এমন ঘটনা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে ঘটেছে কি না সন্দেহ।’

 বিএনপি মহাসচিবের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে বক্তব্যের বিষয়ে আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘আমি তাদেরকে পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে তাকানোর জন্য আর চোখ মেলে নিজেদের চেহারা একটু আয়নায় দেখতে অনুরোধ জানাই। কীভাবে তাদের সময়ে দেশ পর পর পাঁচবার দূর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং করোনা মহামারির কারণে আজকে সমগ্র পৃথিবীতে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। আমাদের দেশের মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশ, যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম।

 বই পড়া নিয়ে ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, বই মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বই পড়া ছাড়া মানুষের জীবন কখনো সমৃদ্ধ হয় না। যারা পৃথিবী বদলে দিয়েছে, মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে, সাহিত্য বদলে দিয়েছে, পৃথিবীর মানচিত্র বদলে দিয়েছে, তারা সবাই বই পড়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আগে পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরি ছিল, মানুষ গোগ্রাসে বই পড়তো। এখন তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সেই অভ্যাস নেই। সেটা কেড়ে নিয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মোবাইল ফোনের আসক্তি। সে জন্য বইমেলার আয়োজন এবং মানুষের পাঠাভ্যাস পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলেন মন্ত্রী।

 চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুবর্ণা মুস্তাফা এমপি। আরো বক্তৃতা করেন অমর একুশে বইমেলা উদ্যাপন পরিষদের আহ্বায়ক কাউন্সিলর ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী শেখ মো. তৌহিদুল ইসলাম।

#

আকরাম/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২১৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১৩

**মিঠামইনে বঙ্গবন্ধুর সময়ে বাংলাদেশ-ভারত নৌপথে বাণিজ্য শুরু হয়েছিল, যা এখনও কার্যকর**

 **--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

দিব্রুগড় (আসাম), ২৮ ফেব্রুয়ারি :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়ে করা (১৯৭২ সালের) প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) এর অধীনে বাংলাদেশ-ভারত নৌপথে বাণিজ্য শুরু হয়েছিল, যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়েও কার্যকর আছে। এরই ধারাবাহিকতায় ‘এমভি গঙ্গা বিলাস’ ভারত থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ হয়ে নৌপ্রটোকল রুট ব‍্যবহার করে আসামে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ- ভারতের সম্পর্ক মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় রক্ত দিয়ে তৈরি। ৫০ বছর ধরে এ সম্পর্ক বিদ‍্যমান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে এ সম্পর্ক অন‍্যরকম উচ্চতায় চলে গেছে। স্থলপথেও স্থলবন্দরগুলোর মাধ‍্যমে দু’দেশের যাএী ও পণ‍্য পরিবহন অব‍্যাহত আছে। বাংলাদেশ ভারতের মধ‍্যে ব‍্যবসা-বাণিজ‍্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো সম্পর্ক রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ আসামের দিব্রুগড়ে ভারতীয় পর্যটন জাহাজ ‘এমভি গঙ্গা বিলাস’ এর রিভার ক্রুজ সমাপ্তি উপলক্ষ‍্যে আয়োজিত অভ‍্যর্থনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

 পোর্টস, শিপিং ও ওয়াটারওয়েজ এবং আয়ুষ বিষয়ক মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল প্রতিমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানান।

উল্লেখ্য, ভারতের পর্যটকবাহী নৌযান ‘এমভি গঙ্গা বিলাস’ গতকাল ৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জলসীমানায় প্রবেশ করে এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি ‘গঙ্গা বিলাস’ বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে। প্রতিমন্ত্রী ৪ ফেব্রুয়ারি মোংলা বন্দরে ‘এমভি গঙ্গা বিলাস’ এর যাএীদের অভ‍্যর্থনা জানান। সেদিন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার উপস্থিত ছিলেন। আরো উল্লেখ্য, বিলাসবহুল ‘গঙ্গা বিলাস’ ভারতের উত্তর প্রদেশের বারাণসী থেকে ১৩ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করেছে। সেদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি ‘গঙ্গা বিলাস’ এর যাত্রা উদ্বোধন করেন।

‘এমভি গঙ্গা বিলাস’ বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) বাংলাদেশের জলসীমায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) অনুযায়ি প্রটোকল রুটের নাব্যতা রক্ষা, বার্দিং সুবিধা নিশ্চিতকরণ ও নৌপথ ব্যবহারের জন্য ভয়েজ পারমিশন প্রদান এবং ভয়েজ পারমিশনের সার্বিক মনিটরিংয়ের দায়িত্বে ছিল বিআইডব্লিউটিএ।

প্রটোকলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যাত্রী ও পর্যটকবাহী নৌযান চলাচলের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে
বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে কোস্টাল এবং প্রটোকল রুটে **[যাত্রী](https://www.jatri.co/)** [ও ক্রুজ সার্ভিস চালুর লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।](https://www.jatri.co/)

#

জাহাঙ্গীর/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/লিখন/২০২৩/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১২

**ছাত্রলীগকে জনপ্রিয় সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে**

 **--- এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ১৫ ফাল্গুন (২৮ ফেব্রুয়ারি) :

 পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রলীগের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা সকল নেতাকর্মীকে মনে রাখতে হবে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা, ঐতিহাসিক ৬ দফা, ১১ দফাকে নিয়ে সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাই ছাত্রলীগকে জনপ্রিয় সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

 আজ শরীয়তপুর পৌরসভা অডিটোরিয়ামে শরীয়তপুরের দুই কৃতী সন্তান ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সভাপতি রাজিবুল ইসলাম বাপ্পি ও উত্তর ছাত্রলীগের সভাপতি রিয়াজ মাহমুদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শামীম বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আইয়ুবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল। তাদের আমলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অস্ত্রের ঝনঝনানিতে পরিণত হয়েছিল। গত ১৩ বছরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের ঝনঝনানি নেই, অস্ত্রের মহড়া নেই, সেশন জট নেই। বছরের প্রথমদিন শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে নতুন বই তুলে দেওয়া শেখ হাসিনার সরকারের অনন্য কৃতিত্ব।

 এনামুল হক শামীম আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করে চলছেন। তিনি প্রতিটি উপজেলা শহরে থাকা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারিকরণ করছেন। তিনি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করেছেন। পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন নতুন ভবন করে দিচ্ছেন। তিনি দেশের কৃষি শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। এজন্য জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলছেন। এছাড়া শিক্ষকদেরও তিনি নানাভাবে সম্মানিত করছেন।

 উপমন্ত্রী বলেন, করোনাকালে ছাত্রলীগের নেতারা মানুষের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিয়েছে, লাশ দাফন ও সৎকার করেছে, অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছে দিয়েছে। কৃষকের ধান কেটে গোলায় তুলে দিয়েছেন। ছাত্রলীগ হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মানবিক ছাত্র সংগঠন। তাই ছাত্রলীগকে সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ছাত্রলীগের প্রতিটি নেতাকর্মীকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

 জেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মহসিন মাদবরের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদ উজ্জামান রাশেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেন অপু, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক সৈয়দ আব্দুল আউয়াল শামীম, সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছাবেদুর রহমান খোকা সিকদার, সাধারণ সম্পাদক অনল কুমার দে, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাসেম তপাদার, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান।

#

গিয়াস/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১১

**পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে গণমাধ্যম**

 **--পরিবেশমন্ত্রী**

 **ঢাকা**,১৫ফাল্গুন(২৮ ফেব্রুয়ারি) **:**

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশের পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার মাধ্যমে  জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে গণমাধ্যম বন, বনানী, প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশকে বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ মুক্ত রাখতে এবং বেশি বেশি গাছ লাগাতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে গণমাধ্যম।

আজ রাজধানীর আইডিইবি মিলনায়তনে দৈনিক সকালের সময়ের ৭ম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সংবাদপত্রটির কর্তৃপক্ষ এবং সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, সকল দেশীয় গণমাধ্যমের উচিত বস্তুনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখা।

মন্ত্রী আরো বলেন, অসহায় মানুষের কথা তুলে ধরে তার জীবন আলোকিত করতে পারে গণমাধ্যম। তিনি বলেন, দেশকে মনেপ্রাণে ভালবাসতে হবে, সাংবাদিকের লেখনি দেশের উন্নয়ন, জাতির উন্নয়নের কথা লিখবে। দেশ যাতে আরো উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হতে পারে সে বিষয়ে লিখতে হবে।

দৈনিক সকালের সময় পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রকাশক মো. নুর হাকিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান  মাহফুজুর রহমান মনজু এবং  আইডিইবি এর সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান।

#

দীপংকর/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/লিখন/২০২৩/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১০

**প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত**

ঢাকা, ১৫ ফাল্গুন (২৮ ফেব্রুয়ারি) :

 কারিগরি ত্রুটির জন্য প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফল পুনঃযাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় প্রকাশিত ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে।

 আগামীকাল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

#

তুহিন/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮০৯

**সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ**

 **--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ ফাল্গুন (২৮ ফেব্রুয়ারি) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার জনগণের বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। তাঁর সরকার এমন কোনো আইন করবে না, যেটা সংবিধান পরিপন্থী। সেকারণেই বলছি, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা বা বাক-স্বাধীনতা হরণের জন্য করা হয়নি। এটা সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ ও দমন করার জন্য করা হয়েছে।

 আজ রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি) আয়োজিত ‘সম্প্রচার সাংবাদিক সুরক্ষা প্রতিবেদন’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছিল, সেগুলোর ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে। যেসব সমস্যা ছিল, সেগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে সমাধান করার চেষ্টা করছি। এ সময় আনিসুল হক উদাহরণ দিয়ে বলেন, সম্প্রতি একজনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের মামলা গ্রহণের আগে পুলিশের শীর্ষ একজন কর্মকর্তা আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন, মামলাটি তিনি নেবেন কি না। আমি তখন মতামত দিয়েছি। এটাও একটা অগ্রগতি। আগে পুলিশ মামলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করতো।

 আইনমন্ত্রী বলেন, ‘সাংবাদিকদের সুরক্ষায় সরকার বদ্ধপরিকর। গণমাধ্যম কর্মী আইনটি সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আইনটি এখন সংসদীয় কমিটিতে আছে। যেহেতু এ আইনের বেশ কিছু ধারা নিয়ে সাংবাদিক মহল কথা বলছেন, তাই এগুলো নিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সঙ্গে সাংবাদিক নেতারা, মালিক পক্ষ এবং প্রয়োজনে আমি থেকে আলোচনা করতে পারি এবং আপনারা চাইলে এ বিষয়ে আমি উদ্যোগ নিতে পারি। তিনি বলেন, গণমাধ্যম সেক্টর এখন যথেষ্ট পরিপক্ক সেক্টর। তাই এখানে আইন, রেগুলেটরি বডি করার সময় এসেছে। আমি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুরক্ষার স্বার্থে আইন করার পক্ষে। এ জন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।’

 অনুষ্ঠানে বিজেসি পক্ষ থেকে দেশের ২৩টি টেলিভিশন চ্যালেনের কর্মীদের মৌলিক প্রাপ্যতা ও সুরক্ষা নিয়ে একটি জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হয়।

 ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের চেয়ারম্যান রেজোয়ানুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশন অভ্ টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (অ্যাটকো) এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইকবাল সোবহান চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন, ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগের অধ্যাপক শফিউল আলম ভূঁইয়া ও বিজেসির সদস্য সচিব শাকিল আহমেদ।

#

রেজাউল/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৯২০ঘণ্টা

Handout Number : 808

**Bangladesh and Japan agreed for deeper engagement**

Dhaka, 28 February :

 Bangladesh and Japan agreed to further intensify their existing excellent ties and work towards building a strategic relationship. Foreign Secretary Ambassador Masud Bin Momen had an extensive meeting with Japanese Senior Deputy Minister for Foreign Affairs Shigeo Yamada, today in Tokyo, Japan, as part of regular Foreign Office Consultation (FOC) to comprehensively discuss the bilateral relations, regional and global issues. Ambassador Shahabuddin Ahmed and other senior officials of the Ministry of Foreign Affairs and Bangladesh Embassy in Tokyo also attended the meeting.

 Both sides recalled Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’s historic visit to Japan in 1973 which cemented the bilateral relations.

 Japan highly appreciated the well planned and structured approach to development led by Prime Minister Sheikh Hasina through her visions 2021 and 2041. As part of building stronger bonds, Japan suggested to partner with Bangladesh in further developing the southern Chattogram area centering on the Matarbari Infrastructure Development Initiative (MIDI) project in the context of connectivity. Both sides agreed that these projects being built under Japan’s Big-B initiative have potentials to benefit not only Bangladesh but also the entire region.

 Both sides discussed issues of bilateral relations in the areas of trade, investment, agriculture, especially ICT and high-tech industries, blue economy, health, human resource development, capacity development in maritime security, disaster management and defense cooperation.

 By emphasizing to promote connectivity in the coming days, Foreign Secretary appreciated the Japanese involvement in Bangladesh’s development projects including the Matharbari, Metro Rail and the Third Terminal of Hazrat Shahjalal International Airport etc. Japanese Senior Deputy Minister appreciated Bangladesh’s growth in spite of the pandemic and global economic downturn. Foreign Secretary expressed his gratitude for COVID-related assistance extended by Japan including vaccine provision and direct budgetary support for the next couple of years.

 Japanese Senior Deputy Minister assured that Japan will continue to support in all development projects of Bangladesh related to connectivity. Both sides expressed satisfaction at the inauguration of the first phase of Bangladesh Special Economic Zone at Araihazar and Metro Rail. Bangladesh hopes that this economic zone will attract more Japanese investments since Bangladesh attaches high importance to the bilateral relations with Japan and will facilitate Japanese investors in this regard.

 Foreign Secretary also appraised Biman’s plan to resume its flights to Tokyo in the running year. Japanese Senior Deputy Minister Mr. Yamada welcomed the idea and stated that the proposed air-link would help greater people to people contact and promote businesses.

 Foreign Secretary stressed the urgency for early repatriation of the Rohingyas to their ancestral homes at the Rakhaine state of Myanmar. The Japanese side stated that they would continue their assistance to Bangladesh in this regard. Foreign Secretary invited Japanese Senior Deputy Minister Mr. Yamada to visit Bangladesh for the next FOC in 2024.

#

Mohsin/Enayet/Sanjib/Rafiqul/Mahmud/Zoynul/2023/1820hour

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ৮০৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৫ ফাল্গুন (২৮ ফেব্রুয়ারি)

  স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৫৬ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৯৭৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

  গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ২ হাজার ৫৯২ জন।

                                                       #

রাশেদা/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮০৬

**চীন উন্নয়ন সহযোগী, রাজনীতিতে মাথা ঘামায় না**

 **--তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী**

**ঢাকা**, **১৫ ফাল্গুন** (**২৮ ফেব্রুয়ারি**) :

**তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী** এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘চীন এখন যেমন বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করছে, তারা ভবিষ্যতেও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশকে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে রূপান্তরের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে থাকতে চায়। তারা কখনো বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়নি, ভবিষ্যতেও ঘামাতে চায় না।’

আজ সচিবালয়ে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের সাথে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের মন্ত্রী এসব কথা জানান।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ জানান, ‘চীনের রাষ্ট্রদূত সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের উন্নয়ন ভাবনা এবং আমাদের ‘ডেভেলপমেন্ট প্রসেসে’ চীন সরকারের যে ভূমিকা সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আপনারা জানেন যে, দেশের অনেক বড় বড় প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু টানেল, বিভিন্ন ব্রিজ এবং মেগা প্রকল্পের সাথে চীন কাজ করছে। চট্টগ্রামে এখন বহিঃসমুদ্র থেকে যাতে সরাসরি পতেঙ্গার ইস্টার্ন রিফাইনারিতে আমাদের তেল আসতে পারে সেজন্য তারা পাইপলাইন নির্মাণ করছে এবং একটি ইপিজেডের কাজ চলছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।’

  সম্প্রচারমন্ত্রী আরো জানান, ‘এছাড়া আমাদের ‘সিক্স টিভি’ একটা প্রজেক্ট আছে, যার মাধ্যমে বিভাগীয় শহরগুলোতে টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আমরা একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, সেটি চীন সরকারের অর্থায়নে হওয়ার কথা ‘কনসেশনাল লোনে’, সেটি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। যেহেতু পৃথিবীতে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, সে কারণে আমরা এ বিষয়ে আপাতত ধীরগতিতে এগুচ্ছি।’

বৈঠক শেষে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সাংবাদিকদের জানান, ‘তথ্যমন্ত্রীর সাথে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে চীন এ দেশের অর্থনৈতিক, অবকাঠামোগত এবং সামাজিক উন্নয়ন কাজে অংশীজন হিসেবে সহায়তা করে আসছে। এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমরা কখনো এ দেশের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনি, ভবিষ্যতেও চাই না।’

#

আকরাম/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহ্‌মুদ/শামীম/ ২০২৩/১৬০৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮০৫

**প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ**

**ঢাকা,** ১৫ফাল্গুন(২৮ ফেব্রুয়ারি) **:**

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২২ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় মোট ৮২ হাজার ৩৮৩ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। এরমধ‍্যে ট‍্যালেন্টপুলে ৩৩ হাজার ও সাধারণ কোটায় ৪৯ হাজার ৩৮৩ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি পাবে।

আজ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে ফল প্রকাশ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াতসহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট [www.dpe.gov.bd](http://www.dpe.gov.bd/%22%20%5Ct%20%22_blank), মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট [www.mopme.gov.bd](http://www.mopme.gov.bd/%22%20%5Ct%20%22_blank) এবং স্থানীয়ভাবে বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় এবং উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। এছাড়া মোবাইলে এসএমএস পাঠিয়ে ফলাফল জানা যাবে। এজন্য মোবাইলে DPE Thana/Upazila Code No.Roll Number Year লিখে 16222 এ সেন্ড করলে ফিরতি এসএমএসে ফল জানিয়ে দেয়া হবে।

২০২০ ও ২০২১ সালে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা না হওয়ায় প্রাথমিক বৃত্তি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। গত বছরের ২৮ নভেম্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ সালে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সারা দেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়।

৫ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী নিয়ে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা, প্রাথমিক গণিত, ইংরেজি ও প্রাথমিক বিজ্ঞান এ চারটি বিষয়ে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মোট নম্বর ছিল-১০০ এবং সময় ছিল-২ ঘণ্টা।

#

তুহিন/এনায়েত/রফিকুল/মাহ্‌মুদ/লিখন/২০২৩/১৬০৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮০৪

**সরকার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে দেশের চিকিৎসা শিক্ষার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে**

 **--- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ১৫ ফাল্গুন (২৮ ফেব্রুয়ারি) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে দেশের চিকিৎসা শিক্ষার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে গৌরনদী উপজেলার স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, চিকিৎসা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অন্যতম বড় অর্জন হলো সাফল্যের সাথে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ। বৈশ্বিক মহামারি নভেল করোনা ভাইরাস মানব সভ্যতাকে ইতিহাসের এক চরম বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। এ মহামারির ক্রান্তিলগ্নে বর্তমান সরকার সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্য দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এতে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়েছে। তিনি বলেন, করোনাকালীন স্থানীয় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ মানুষের জন্য স্মরণীয় স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছেন। তিনি স্বাস্থ্যসেবার মান আরো সম্প্রসারণ ও গণমুখী করার পরামর্শ দেন। তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের সার্বিক কল্যাণে সম্ভাব্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

#

 আহসান/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮০৩

**খাদ্য ব্যবস্থাকে শিল্পে রূপ দিতে হবে**

 **-শিল্পমন্ত্রী**

**ঢাকা,** ১৫ফাল্গুন(২৮ ফেব্রুয়ারি) **:**

শিল্পমন্ত্রী নুরূল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, কৃষি যেমন দেশের একটি বড় শিল্পে রূপ নিয়েছে, তেমনি আমাদের খাদ্য বা খাদ্য ব্যবস্থাকে শিল্পে রূপ দিতে হবে। বৈচিত্র্যময় খাদ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারলে দেশের স্বল্প আয়ের মানুষেরর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাবার পাওয়া সহজ হবে।

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে ‘ফুড ফ্রন্টিয়ার্স ২.০’ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রেশন এবং ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম এর যৌথ উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহে উৎসাহিতকরণ এবং সৃজনশীল ব্যবসায়িক ধারণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর। আর এটা সফল করার জন্য প্রয়োজন আজকের তরুণ সমাজের অংশগ্রহণ। চাকরির পিছনে না ঘুরে চাকরি তৈরি করতে হবে। এজন্য নিজেদেরকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কৃষিতে স্বল্প বিনিয়োগে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে ছোট্ট বাংলাদেশ কৃষির বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে শীর্ষ স্থানে চলে এসেছে। এর মূল কারণ আমাদের শিক্ষিত তরুণরা আজ কৃষিতে তথা খাদ্য উৎপাদনে এগিয়ে এসেছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, সরকার উৎপাদন সক্ষমতা বাড়িয়ে দেশের প্রধান খাদ্য ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনেছে এবং আগামী দিনে বাড়তি জনসংখ্যার কথা চিন্তা করে এ ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। এখন নুতন করে ভাবতে হচ্ছে দেশের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতাই যথেষ্ট নয়, সবার জন্য পুষ্টি নিরাপত্তা চাই। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী তরুণদের ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, আপনারা ফুড সিস্টেম নিয়ে কাজ করছেন, আপনাদের মধ্যে রয়েছে দেশপ্রেম, রয়েছে এদেশের সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং দায়িত্ববোধ।

উল্লেখ্য, বিজয়ীদের উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক ধারণা বাস্তবায়ন, ব্যবসা সম্প্রসারণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য মোট ৩৩ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলারের অনুদান ও প্রি-সীড তহবিল দেওয়া হয়। তিন ক্যাটাগরিতে ৫ জন উদ্যোক্তা এবং বিশেষ একজন ব্যক্তিকে পৃথকভাবে চূড়ান্ত বিজয়ী হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। তিন ক্যাটাগরির মধ্যে ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবসায়িক মডেল’ ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হন এগ্রিভেঞ্চার ও ফার্মজিলা। ‘যুগান্তকারী প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ধারণা’ ক্যাটাগরিতে বিজয়ীরা হলেন কুক্যান্টস ও কৃষি স্বপ্ন। এছাড়া, ‘উদ্ভাবনী বিপণন প্রচারাভিযান’ ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হন কন্যা ওয়েলবিয়িং।

#

মাহমুদুল/মেহেদী/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১৫৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮০২

**জাতীয় বিমা দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা,** ১৫ফাল্গুন(২৮ ফেব্রুয়ারি) **:**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১ মার্চ ‘জাতীয় বিমা দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“১ মার্চ ‘জাতীয় বিমা দিবস ২০২৩’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের জাতীয় বিমা দিবসের প্রতিপাদ্য- ‘আমার জীবন আমার সম্পদ, বিমা করলে থাকবে নিরাপদ’ সবাইকে উজ্জীবিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি স্বনির্ভর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে জেল-জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে দেশের মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগ সরকার বদ্ধপরিকর। উন্নয়নের এ পথ পরিক্রমায় রক্ষাকবচের ভূমিকা পালন করে বিমা। সে লক্ষ্যে বিমা খাতকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সরকার ‘বাংলাদেশ বিমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আশা করা যায়, এতে বিমা খাতে আধুনিকায়ন সম্ভব হবে এবং এখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে গ্রাহকসেবার মান নিশ্চিত হবে।

আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়ছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ দৃশ্যমান। দেশে মেট্রোরেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল, বঙ্গবন্ধু টানেলসহ অনেক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সরকারের সকল মেগা প্রকল্পসহ দেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সম্পদ এবং জীবনের অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে বিমা খাতকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’, যেখানে দেশের প্রতিটি মানুষ প্রযুক্তিগতভাবেও বিশ্ব পরিমণ্ডলে নিজের দৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে উন্নত দেশের ন্যায় আমাদের দেশের জিডিপিতে বিমার অবদান বৃদ্ধি করতে সকল অংশীজনকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে একটি টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে বিমা শিল্প বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি। একইসাথে বিমা কোম্পানিসমূহকে গ্রাহকের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে সেবার মান উন্নয়নসহ বিমাদাবি দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। বিমা দিবস পালনের মাধ্যমে বিমার শুভবার্তা দেশের সর্বত্র পৌঁছে যাবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি ‘জাতীয় বিমা দিবস ২০২৩’ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

 ইমরুল/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/ইমা/২০২৩/১০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮০১

**জাতীয় বিমা দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা,** ১৫ফাল্গুন(২৮ ফেব্রুয়ারি) **:**

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১ মার্চ ‘জাতীয় বিমা দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় বিমা দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে আমি বিমা প্রতিষ্ঠানসহ বিমা শিল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এবারের জাতীয় বিমা দিবসের প্রতিপাদ্য ‘আমার জীবন আমার সম্পদ, বিমা করলে থাকবে নিরাপদ' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হাত ধরে স্বাধীন বাংলাদেশে বিমা শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৬০ সালের ১ মার্চ আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেডে যোগদানের মাধ্যমে বিমাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ দিনটি স্মরণে প্রতিবছর ১ মার্চ জাতীয় বিমা দিবস পালন বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি বিমা শিল্পের উন্নয়নেও সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

বিমা জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিয়ে মানুষের জীবনকে করে গতিশীল ও ছন্দময়। পুঁজি গঠন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও বিমা শিল্পের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিমা শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম বিকাশমান খাত। দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি বিকাশ ঘটছে শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের। ফলে দেশে বিমা শিল্পের গুরুত্ব ও পরিধি দিন দিন বেড়ে চলছে। বিমা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিমাকে জনপ্রিয় করতে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর চাহিদাভিত্তিক নতুন নতুন বিমা পরিকল্পনা চালু করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বিমা সেবাকে একটি নির্ভরযোগ্য আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য বিমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো নিষ্ঠা এবং পেশাদারিত্বের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। গ্রাহকের বিমা দাবি যথাসময়ে পরিশোধ, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিসমূহ প্রতিপালন, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও গ্রাহকবান্ধব সেবা প্রদানে এগিয়ে আসতে আমি বিমা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘জাতীয় বিমা দিবস ২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/ইমা/২০২৩/১০৩৫ ঘণ্টা